শহর ও জেলার খবর

উচ্চমাধ্যমিকেও কলকাতাকে টেক্কা জেলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ৩০ মে– মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সল্টলেকে উচ্চশিক্ষা দফতরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করলেন পর্ষদ সভাপতি মহুয়া দাস। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬১ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল ফলাফল। এ বছর ১৬৬টি বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিল। সংসদ। সংসদ সভাপতি প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকারীর নাম প্রকাশ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছে হুগলির অর্চিষ্মান পনিগ্রাহী (৪৯৬), শতাংশের হিসেবে ৯৯.২। হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র সে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে হুগলির সায়াঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, মহেশ, শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের এই মেধাবী ছাত্র পেয়েছে ৪৯২। শতাংশের হিসেবে ৯৮.৪। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের উপমন্যু চক্রবর্তী। তৃতীয় স্থানেও যুগ্মভাবে রয়েছে হুগলির আরামবাগ হাইস্কুলের শুভম সিনহা ও বাঁকুড়া জেলা স্কুলের সুরজিৎ লোহার। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯, শতাংশের হিসেবে ৯৭.৮। প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকার করেছে ৫৩ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪০ জন ও ছাত্রীর সংখ্যা ১৩ জন।

গত বছরের তুলনায় এ বছর পাশের হারও বেড়েছে। গত বছর পাশের হার ছিল ৮৩.৬৫ শতাংশ, এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪.২০ শতাংশ। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৭। এ বছর পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৩৪। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩৫। মেধা তালিকা ও পাশের হারে কলকাতাকে পিছনে ফেলে জেলার দাপট অব্যাহত। পর্ষদ সভাপতি জানান, ৫৬টি কেন্দ্র থেকে মার্কশিট দেওয়া হবে স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে। এ বছর অসম্পূর্ণ কোনও ফল নেই। যদি কোনও ছাত্র-ছাত্রী রিভিউ করতে চায়, তাহলে অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ পাবে রেজাল্ট পাওয়ার ১৫ দিন এবং রিভিউ আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে ফল পেয়ে যাবে। এসটি, এসসি, ওবিসি, সংখ্যালঘু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের বিষয়ে পর্ষদ সভাপতি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ কোথা থেকে কোথায়, কিভাবে আবেদন করবে, তা জানার জন্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে সংসদের ওয়েবসাইটে একটি পেজ করা হয়েছে। সেখানে ক্লিক করলেই স্কলারশিপের যাবতীয় তথ্য পেয়ে যাবে ছাত্রছাত্রীরা। ২০১৮ সালের উচ্চমাধ্যমিকের দিনক্ষণ এদিন ঘোষণা করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সংসদ সভাপতি মহুয়া দাস বলেন, খুব শীঘ্রই সংসদের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হবে।

এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬২০। পাশ করেছে ৬ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩৫ । পাশের হার ৮৪.২০ শতাংশ। গতবারের তুলনায় পাশের হার ৫- বড়েছে ০.৫৫ শতাংশ।

অর্চিষ্মান পাণিগ্রাহী (প্রথম)

মায়াঙ্ক চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয়)

শুভম সিংহ (তৃতীয়)

প্রথম - অর্চিষ্মান পাণিগ্রাহী (হুগলি কলেজিয়েট স্কুল), প্রাপ্ত নম্বর - ৪৯৬

দ্বিতীয় - (দু'জন) মায়াঙ্ক চট্টোপাধ্যায় (মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, হুগলি), উপমন্যু চক্রবর্তী (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৯২

তৃতীয় - (দু'জন) শুভম সিংহ (আরামবাগ হাইস্কুল, হুগলি), সুরজিৎ লোহার (বাঁকুড়া জেলা হাইস্কুল), প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮৯।

চতুর্থ - (দু'জন) চিন্ময় অধিকারী (ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি), আদর্শ অগ্রবাল (শ্রীজৈন বিদ্যালয়, কলকাতা)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮৬।

পঞ্চম - (চার জন) হিরণ্ময় রায় (ময়নাগুড়ি হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি), শমীক দত্ত (উষাগ্রাম বয়েজ হাইস্কুল, বর্ধমান), রোহিত কুমার (আসানসোল ওল্ড স্টেশন হাইস্কুল, বর্ধমান), শুভদীপ সিংহ মহাপাত্র (বাঁকুড়া জেলা স্কুল)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮৫।

ষষ্ঠ - (দু'জন) মঞ্জিষ্ঠা সাহা (বিদ্যাভারতী গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা), ধ্রুবজ্যোতি সেন (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮৪।

সপ্তম - (সাত জন) সুজয় মল্লিক (ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি), রণদীপকুমার মাহাত (করোনেশন হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), রৌণক চক্রবর্তী (গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশন, মুর্শিদাবাদ), অরণ্য দত্ত (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা),সয়ংপ্রভা শা (ডায়মন্ডহারবার হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), সুপ্রকাশ পাল (দমদম কিশোর ভারতী হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), ঋত্বিক বিশ্বাস (মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮৩।

অষ্টম - (১১ জন) দেবাশিস সাহা (তুফানগঞ্জ এন এন এম হাইস্কুল, কোচবিহার), কৌশিক দাস (কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল), আরাধ্য পাণ্ডে (পুরুলিয়া জেলা স্কুল), নৌরিন হোসেন (কাঁথি হিন্দু গার্লস হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), বৈদুর্য নায়ক (তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য (তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), সৌম্যদীপ মণ্ডল (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন, পশ্চিম মেদিনীপুর), সুপ্রতিম কুণ্ডু (সেন্ট লরেন্স হাইস্কুল, কলকাতা), ঋত মুখোপাধ্যায় (নবনালন্দা হাইস্কুল, কলকাতা), অলিপ্রিয়া দাস (টাকি হাউস গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড মাল্টিপারপাস গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা), সায়ন মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮২।

নবম - (১৪ জন) অভীক সরকার (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার), দেবমাল্য সরকার (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার), শুভদীপ রায় (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার), ঋদ্ধিমান সাহা (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার), অনন্যা নেমো (বেঙ্গাই হাইস্কুল, হুগলি), দিব্যদীপ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুল, হুগলি), পিনাকী চট্টোপাধ্যায় (কেঁদুয়াডিহি হাইস্কুল, বাঁকুড়া), শুভজিৎ মণ্ডল (বাঁকুড়া জেলা স্কুল), দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় (বাঁকুড়া জেলা স্কুল), অঙ্কিত শিট (বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুল), সায়ন্তী কুণ্ডু (সোনামুখী বি জে হাইস্কুল, বাঁকুড়া), মানবেন্দ্র দাস (নিউআলিপুর মাল্টিপারপাস, কলকাতা), আস্থা তুলসিয়ান (বিদ্যাভারতী গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা), ত্বিশা চট্টোপাধ্যায় (বেলুড় হাইস্কুল, হাওড়া)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮১।

দশম - (আট জন) কাজী দিলরুবা খানুম (মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল, দার্জিলিং), কুশল মোদক (রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), জয়শ্রী নন্দী (রাজাগ্রাম এস বি রাহা ইনস্টিটিউশন, বাঁকুড়া), সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় (বীরভূম জেলা স্কুল), বৈষ্ণ বিশ্বাস (সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল, কলকাতা), কুহু ঘোষ (টাকি হাউস মাল্টিপারপাস গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা), ইমন বর্মণ (হাওড়া জেলা স্কুল), সৌমিক দাস (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল উত্তর ২৪ পরগনা)। প্রাপ্ত নম্বর - ৪৮০।

--- মেয়েদের পাশের হার ১৫টি জেলায় ছেলেদের তুলনায় বেশি। তার মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

--- পাশের হার সবচেয়ে বেশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়।

--- প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ৪২ শতাংশ।

--- ছাত্রদের পাশের হার ৮৫.১৫ শতাংশ। ছাত্রীদের পাশের হার ৮২.২ শতাংশ।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবার সাফল্যের শীর্ষে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৩০ মে– উচ্চ মাধ্যমিকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা আবার মেধার পরিচয় দিয়ে সাফল্যের শীর্ষে। এ বছর তিনজন মিশনের নাম উজ্জ্বল করেছেন। রাজ্যে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন উপমুন্য চক্রবর্তী। ষষ্ঠ ধ্রুবজ্যোতি দত্ত, অরণ্য দত্ত। আবার রাজ্যভিত্তিক ফলাফলে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন ডায়মন্ডহারবার হাইস্কুলের স্বয়ংপ্রভা সাউ। জেলায় তিনি প্রথম।

এ বছর জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ৫০ জন। ছাত্র ২৫ হাজার ২৩৩, ছাত্রী ২৭ হাজার ৮১৭। গড় পাশের হার ৮৭.৬২ শতাংশ। রাজ্যভিত্তিক ফলাফলে দক্ষিণ ২৪ পরগণা তৃতীয় স্থানে।

স্বয়ংপ্রভার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। ছোট ভাই, বাবা অশোক, মা মৌসুমী ও ঠাকুমাকে নিয়ে স্বয়ংপ্রভার বেড়ে ওঠা শুরু। ডায়মন্ডহারবার স্টেশন রোডে বাবার বইয়ের দোকান। ছোট থেকে দেখছেন, বাবা দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বই দিয়ে সাহায্য করতে। কেউ বই কিনতে এসে টাকা কম পড়লে ফিরে যায় না।

উচ্চমাধ্যমিকেও সাফল্যের বন্যা বাঁকুড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া, ৩০ মে— মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলেও নিজেদের জাত চিনিয়ে দিল বাঁকুড়ার পরীক্ষার্থীরা। চলতি বছরের মাধ্যমিকের মেধাতালিকার ৬৮ জনের মধ্যে ১৭ জনই ছিল জেলার পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। প্রথম ১০ জনের মেধাতালিকায় রাজ্যের মোট ৬৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জেলার প্রতিনিধির সংখ্যা ৮। ২০১৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের প্রথম স্থানাধিকারী সুরজিৎ লোহার এবার রাজ্যে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ওই পড়ুয়া এবার উচ্চমাধ্যমিকে মোট ৯৭.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে জেলাসহ সমগ্র রাজ্যে নজির সৃষ্টি করেছে।

সুরজিৎ ছাড়াও এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাঁকুড়া জেলা স্কুলের আরও ৩ পরীক্ষার্থী মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়াও বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুল, কেন্দুয়াডিহি হাইস্কুল, সোনামুখী বি জে হাইস্কুল এবং রাজগ্রাম এস বি রাহা ইন্সটিটিউশন থেকেও একজন করে পরীক্ষার্থী রাজ্যের মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার মত উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলকে ঘিরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ছিল জেলাজুড়ে ব্যাপক উন্মাদনা। জেলার শিক্ষানুরাগী মানুষজনের বেশির ভাগেরই চোখ ছিল টিভির পর্দায়। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকা ঘোষণা করেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড. মহুয়া দাশ। মাধ্যমিকের মতো এদিনও মেধাতালিকার শুরু থেকেই দেখা যায় দক্ষিণবঙ্গের ওই জেলার একের পর এক পরীক্ষার্থীর নাম। বাঁকুড়া পুর এলাকার নূতনচটি সরকারি আবাসনের বাসিন্দা সুরজিৎ লোহারকে ঘিরে এদিন স্থানীয় মানুষজন, রাজনৈতিক মহল এমনকি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সুরজিৎ এবার উচ্চমাধ্যমিকের বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৯৪, বায়োলজিতে ৯৯, রসায়নে ৯৭, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৭ এবং গণিতে ৯৮ নম্বর পেয়েছে। সুরজিতের বাবা প্রশান্ত লোহার সামান্য সরকারি কর্মচারী। মা দীপালি লোহার স্থানীয় ভৈরবস্থান মালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। প্রশান্তবাবু জানান, আমাদের আদিবাড়ি তালডাংরা ব্লকের হাড়মাসরা গ্রামে। মাধ্যমিকে রাজ্যের সেরা হওয়ার পর ফের উচ্চমাধ্যমিকেও ঈর্ষণীয় ফলাফল। ফলে এদিন জেলার ওই কৃতীকে দেখতে তার বাড়িতে জনতার ঢল নামে।

সুরজিৎ বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চায়। সেভাবে নিজেকে সে তৈরিও করেছে। সর্বভারতীয় স্তরের মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষাগুলিতে ভালো ফল করবে বলে সুরজিৎ যথেষ্ট আশাবাদী। উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলের জন্য সে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। এমনই দাবি বাবা প্রশান্ত লোহারের। তিনি জানান, প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা গৃহশিক্ষক ছিল। প্রতিদিন মোটামুটি রাত ১২টা পর্যন্ত সে পড়াশোনা করেছে। তবে পড়ার ফাঁকে অবসর সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিচারণ নয়, বরং গল্পের বই পড়ে বা গান শুনেই সে নিজেকে চনমনে রাখত বলে সুরজিৎ জানিয়েছে।

বাঁকুড়া জেলা স্কুলের আর এক কৃতী শুভদীপ সিংহ মহাপাত্র এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করেছে। ২০১৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী ছিল। বাঁকুড়া শহরের শুভংকর সরণির বাসিন্দা শুভদীপের বাবা প্রবীরবাবু স্থানীয় নূতনচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা মানসী দেবী গৃহবধূ। দক্ষিণ বাঁকুড়ার সারেঙ্গা ব্লকের গোয়ালবাড়ি অঞ্চলে আদি বাড়ি হলেও দীর্ঘদিন তাঁরা বাঁকুড়া শহরে বসবাস করছেন। শুভদীপের বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯৮, ইরেজিতে ৯৭, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৩, রসায়নে ৮৭ এবং গণিতে ৯৮। প্রতি বিষয়ে গৃহশিক্ষক থাকলেও সারাদিনে ছেলে প্রায় ৭ ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছিল বলে প্রবীরবাবু জানিয়েছেন। অবসর সময়ে টিভিতে কার্টুন দেখতে ভালোবাসে শুভদীপ। ভবিষ্যতে সে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসাবে সমাজসেবা করাই শুভদীপের একমাত্র স্বপ্ন।

মোট ৬৮০ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ স্থানাধিকারী শুভজিৎ মণ্ডল এবার উচ্চমাধ্যমিকেও রাজ্যে নবম স্থান পেয়েছে। তাঁর মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১। কাটজুড়িডাঙ্গার বিদ্যাসাগরপল্লির বাসিন্দা শুভজিতের বাবা বরেণ চন্দ্র মণ্ডল ওন্দা ব্লকের ভোলা হীরাপুর নেতাজি সুভাষ হাইস্কুলের শিক্ষক। মা ময়না মণ্ডল অবশ্য গৃহবধূ। শুভজিৎ বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৯৫, রসায়নে ৯৩, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৪, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯ এবং গণিতে ৯৫ নম্বর পেয়েছে। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র শুভজিৎও ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়। সারাদিনে প্রায় ৮ ঘণ্টা করে নিয়মিত পড়াশোনা করেছে সে। প্রতি বিষয়ে তাঁর ২ জন করে গৃহশিক্ষক ছিল। দিনের বেশির ভাগ সময় প্রাইভেট টিউশনেই কেটে যেত। যার ফলে অবসর সময় বিশেষ সে পেত না। আর যেটুকু সময় পেত গোয়েন্দা রহস্যের জট খুলতেই কেটে যেত।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. জয়ন্ত গাঙ্গুলির ছেলে দেবজ্যোতি এবার বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে ৪৮১ নম্বর পেয়ে রাজ্য মেধাতালিকায় নবম স্থান অধিকার করেছে। শহরের সার্কাস ময়দানের বাসিন্দা দেবজ্যোতিও বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চায়। মাধ্যমিকে অল্পের জন্য মেধাতালিকায় স্থান না হওয়ায় আক্ষেপ হয়েছিল। তবে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে সে যথেষ্ট খুশি বলে দেবজ্যোতি জানিয়েছে। সে বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৯৩, জীবনবিজ্ঞানে ৯৮, রসায়নে ৯১, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৩ এবং গণিতে ৯৯ নম্বর পেয়েছে। অবসর সময়ে দেবজ্যোতি টিভি দেখে। এছাড়াও গল্পের বই পড়ে। এমনকি ফুটবল খেলতেও তার ভালো লাগে।

২০১৫ সালের মাধ্যমিকে অষ্টম স্থানাধিকারী বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুলের অঙ্কিতা শিট এবার ৪৮১ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকাতেও নবম স্থান দখল করেছে। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা হলেও সে বেঙ্গালুরুর পথে। কেভিপিওয়াই পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে সে ১৫২ র‍্যাঙ্ক করেছে। তাই বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সে ভর্তির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে কাটজুড়িডাঙ্গা শরৎপল্লির ওই কৃতী পরীক্ষার্থী। অঙ্কিতা বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৮৫, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৩, রসায়নে ৯১, গণিতে ১০০ এবং জীবনবিজ্ঞানে ৯৯ নম্বর পেয়েছে।

এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে বাঁকুড়া কেন্দুয়াডিহি হাইস্কুলের ছাত্র পিনাকী চ্যাটার্জি। সেও ৪৮১ নম্বর পেয়ে নবম স্থান পেয়েছে। ওই একই নম্বর পেয়ে তালিকায় নবম স্থান পেয়েছে সেনামুখী বি জে হাইস্কুলের ছাত্রী সায়ন্তি কুণ্ডু এবং ৪৮০ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মেধা তালিকায় দশম স্থান পেয়েছে রাজগ্রাম এস বি রাহা ইন্সটিটিউশনের আর এক ছাত্রী জয়শ্রী নন্দী। মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া গোটা রাজ্যের ১৩ জন ছাত্রীর মধ্যে জেলার প্রতিনিধি ৩ জন।

তৃতীয় আরামবাগের শুভম, নবম অনন্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ৩০ মে— এবারের উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় আরামবাগ মহকুমার জয়জয়কার। সম্ভাব্য তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আরামবাগ বয়েজ স্কুলের শুভম সিনহা। বেঙাই হাইস্কুলের অনন্যা নেমু সম্ভাব্য নবম। এছাড়াও আরামবাগ মহকুমার গড় ফলাফলও এবারে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো হয়েছে। শুভম পড়াশোনায় প্রথম থেকেই ভালো, বরাবরই সে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করত। বাবা আরামবাগের কালীপুর নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক গোপাল সিনহা। প্রতিটি বিষয়ের জন্য তার একজন করে গৃহশিক্ষক ছিল। শুভমের বক্তব্য, 'স্কুলের শিক্ষক, গৃহশিক্ষক এবং বাবা-মা সকলের অবদান আছে এই ভালো ফল করার পিছনে। আমি প্রতিদিন ১৪-১৫ ঘণ্টা পড়তাম। পড়াশোনা ছাড়াও আবৃত্তি, গল্পের বই পড়া, গান শোনা আমাকে অনেক শক্তি যুগিয়েছে।' শুভম চিকিৎসক হতে চায়। অন্যদিকে, নবম স্থানে থাকা আরামবাগের বেঙাই স্কুলের অনন্যা নেবুর বাড়ি বাঁকুড়ার চকচিল গ্রামে। তার বাবা অমরেশ নেমু সেনা বিভাগে কাজ করায় এবং তাঁর বদলি চাকরি হওয়ায় অনন্যা মামাবাড়ি বেঙাইয়ে থেকে পড়াশোনা করত। অনন্যা দাদামশাই গড়মান্দারণ হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। অনন্যা তাঁর কাছেই পড়তে বেশি পছন্দ করতেন। অনন্যা বড় হয়ে অধ্যাপক হতে চায়। প্রিয় বিষয় ইংরেজি।

এক থেকে দশে হুগলির ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৩০ মে– মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও জয়জয়কার হুগলি জেলার। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সহ এক থেকে দশে হুগলির পাঁচ কৃতী ছাত্রছাত্রী। মাধ্যমিকে দ্বিতীয় হওয়ার পর উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়ে ইতিহাস রচনা করেছে হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের চুঁচুড়া ধরমপুরের বাসিন্দা অর্চিষ্মান পাণিগ্রাহী। ৯৯.২ শতাংশ অর্থাৎ ৪৯৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে অর্চিষ্মান। ২০১৫ সালে ৬৮৩ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছিল সে। এদিন সকালে টিভিতে খবর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছ্বাসে মেনে ওঠে পানিগ্রাহী পরিবার। অর্চিষ্মানের বাবা অর্ঘ্য পানিগ্রাহী ঝাড়গ্রাম কলেজের অধ্যাপক ও মা কাজলিদেবী রবীন্দ্রনগর অনুকুল চন্দ্র হাইস্কুলের শিক্ষিকা। আগামীদিনে অর্চিষ্মান পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতে চায়। এদিন অর্চিষ্মানের প্রথম হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে যান বিপণন মন্ত্রী তথা হুগলি জেলা তৃণমূলের সভাপতি তপন দাশগুপ্ত ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। তপনবাবু বলেন, মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও ভাল ফল করে অর্চিষ্মান নতুন ইতিহাস গড়েছে। অন্যদিকে ৯৮.৪ শতাংশ অর্থাৎ ৪৯২ পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র মায়াঙ্ক। কোন্নগরের এসসি চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা মায়াঙ্কও অর্চিষ্মানের মতো মাধ্যমিকের চেয়ে ফল ভাল করেছে । ২০১৫ সালে মাধ্যমিকে ৬৭৮ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছিল মায়াঙ্ক। সে ভবিষ্যতে আইআইটি থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়। বাবা বিদ্যুৎ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, মা গৃহবধূ শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়।

পরের বছর পিছিয়ে যেতে পারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ৩০ মে– এতদিন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিনই পরবর্তী বছরের পরীক্ষার সূচি দিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এবছর মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর যেমন জানানো হয়নি পরের বছরের পরীক্ষার দিনক্ষণ, ঠিক তেমনই উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষণার পরও আগাম পরীক্ষার সূচি ঘোষণা হল না। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছোতে পারে। পিছোতে পারে উচ্চমাধ্যমিকও। এনিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন থাকায় জন্য কি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে? গতবছর বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ দেখে অনেকে বলছেন যে তখনও একমাস এগিয়ে আনা হয় মাধ্যমিক। আগামী মার্চ মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা হতে পারে বলে পর্ষদ সূত্রে প্রকাশ।

উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম সৌম্যদীপের ইচ্ছা চিকিৎসক হওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ মে— মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌম্যদীপ মণ্ডল উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থান অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর (৪৯১)। সৌম্য পঞ্চম শ্রেণি থেকে মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করে। প্রথম থেকেই কৃতী ছাত্র হিসাবে পরিচিত। বাবা শুভেন্দু মণ্ডল জেলার কৃষি আধিকারিক এবং মা সঙ্গীতা মণ্ডল গৃহবধূ। চন্দ্রকোনা রোডের বাসিন্দা শুভেন্দুবাবু বর্তমানে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে শহরের মিত্র কম্পাউন্ড এলাকায় বসবাস করেন। সৌম্যদীপ অষ্টম স্থান অর্জন করায় তার পরিবারের সকলেই খুশি। সৌম্যদীপের ইচ্ছা চিকিৎসক হওয়া। সে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করবে বলে জানায়। সে ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। শচীনের ভক্ত। খেলার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পছন্দ করে।

পড়ে রইল ফাঁকা ক্লাসরুম, আগামীর স্বপ্নে বিভোর মঞ্জিষ্ঠারা

নিজস্ব প্রতিনিধি– ৮ এফ ওয়ান ক্লাসরুমটা তখন ফাঁকা। মঙ্গলবার বেলা গড়িয়ে বিকেল। নিউ আলিপুরের বিদ্যাভারতী গার্লস হাইস্কুলের নীচের তলার সব থেকে কোণার এই ক্লাসরুমটা আজ খাঁ-খাঁ করছে। ক্লাসঘরের ভেতরে আলো-আঁধারের ছায়া। জানালা কাচের আবরণ দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকেই দিনের আলো ঠিকরে এসে পড়ছে ক্লাসরুমর মেঝেতে। কিন্তু রোজকার মতো কোনও ছাত্রীর কোলাহলের লেশমাত্রও নেই সেখানে। শুধু ব্ল্যাকবোর্ড আর ৮-১০টা সারিবদ্ধভাবে বেঞ্চ পড়ে। কারণ, এটাই শেষ বছর মঞ্জিষ্ঠা-আস্থাদের। তবে এই ক্লাসের বেঞ্চে বসেই শেষবারের মতো শিক্ষিকাদের কাছে পড়াশুনো করেছে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মেয়েদের মধ্যে ৪৮৪ পেয়ে ষষ্ঠ ও কলকাতায় প্রথম স্থানাধিকারী মঞ্জিষ্ঠা সাহা। কলা বিভাগে তার প্রাপ্ত মোট নাম্বার ৯৬.৮০ শতাংশ। আর দ্বিতীয় বাণিজ্য বিভাগে ৪৮১ পেয়ে রাজ্যের মধ্যে ৯ম স্থান দখল করেছে আস্থা তুলসীয়ান। তার মোট প্রাপ্ত নাম্বার ৯৬.২০ শতাংশ। তবে স্কুলের দ্বিতীয়তলের হলঘরে এই দুই ছাত্রীকে ঘিরে তাদের বান্ধবী, শিক্ষিকাদের উন্মাদনায় ভেসে গিয়েছিল সঙ্গে চিত্রগ্রাহকদের ফ্ল্যাশের ঝলকানি। তা হবে নাই বা কেন, স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে যে দুই ছাত্রী। ছাত্রীদের এই বাঁধভাঙা সাফল্যে আপ্লুত প্রধানশিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা বন্দ্যো